# উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি)

## অংশ-ক

## প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১. | প্রকল্পের শিরোনাম | : | নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ রূপগঞ্জ স্থাপন প্রকল্প (Establishment of Noubahini School and College Rupganj Project) |
| ২. | উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ | : | প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় |
| ৩. | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | : | বাংলাদেশ নৌবাহিনী, নৌবাহিনী সদর দপ্তর, বনানী, ঢাকা এবং ইঞ্জিনিয়ার ইন চীফ ব্রাঞ্চ, পূর্ত পরিদপ্তর, সেনাসদর, ঢাকা সেনানিবাস |
| | পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর-বিভাগ | : | আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, শিক্ষা উইং। |
| ৪. | প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা | | |
| | (ক) উদ্দেশ্য | : | রূপগঞ্জের NOCHSL এলাকায় ৩৬ মাস সময়কালে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নিজস্ব জমিতে আধুনিক, নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক, প্রযুক্তিনির্ভর ও ভবিষ্যৎ-সম্প্রসারণযোগ্য শিক্ষা অবকাঠামো স্থাপনের মাধ্যমে সামরিক সদস্যদের সন্তান-সন্ততি ও স্থানীয় সাধারণ নাগরিকদের সন্তান-সন্ততির জন্য সমতাভিত্তিক মানসম্মত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি এবং প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাদান সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। |
| | (খ) লক্ষ্যমাত্রা | : | ১. ছয়তলা ভিত্তিবিশিষ্ট দুইতলা একাডেমিক ভবন (৫৮২৬.৭৫ বঃমিঃ)<br>২. সংযোগ সড়ক (৭৭০.০০ বঃমিঃ)<br>৩. নিকাশ কাঠামো (১৭৯.৭৬ মিঃ)<br>৪. পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন, বৈদ্যুতিক ও অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি এবং ৪০ কিলোওয়াট সৌরবিদ্যুৎ সুবিধা। |
| ৫. | প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল | | |
| | (ক) শুরুর তারিখ | : | ০১ অক্টোবর ২০২৬ (অথবা অনুমোদনের তারিখ হতে ৩ বছর) |
| | (খ) সমাপ্তির তারিখ | : | ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৯ |
| ৬. | প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | | |
| | (ক) মোট | : | ৪৮১৮.০০ লক্ষ টাকা |
| | (খ) জিওবি | : | ৪৮১৮.০০ লক্ষ টাকা |



CamScanner

৭. প্রকল্পের অর্থায়ন : জিওবি (বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি)

৮. প্রকল্প এলাকা:

| ক্রমিক নং | বিভাগ | জেলা | উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা |
|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) |
| ১ | ঢাকা | নারায়ণগঞ্জ | রূপগঞ্জ |

৯. প্রকল্প এলাকা নির্বাচনের যৌক্তিকতা : প্রকল্পটি নৌবাহিনীর নিজস্ব মালিকানাধীন জমির উপর বাস্তবায়ন করা হবে। নিজস্ব জমি ব্যবহারের ফলে ভূমি অধিগ্রহণ প্রয়োজন হবে না, ফলে প্রকল্প বাস্তবায়ন দ্রুত, সহজ এবং ব্যয় সাশ্রয়ী হবে।

এছাড়া, উক্ত এলাকা দ্রুত নগরায়ন ও জনবসতি বৃদ্ধির ফলে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা চাহিদাসম্পন্ন অঞ্চলে পরিণত হয়েছে, যেখানে মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ঘাটতি বিদ্যমান। এ প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত প্রকল্পটি স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী এলাকার ক্রমবর্ধমান শিক্ষার্থী চাহিদা পূরণ এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

.........................................

**প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) প্রণয়নকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর**

**(তারিখ ও সীলমোহরসহ)**



CamScanner

## অংশ-খ

# প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা

১০. প্রকল্পের পটভূমি সংক্রান্ত তথ্যাদি:

১১. সমস্যাসহ পটভূমি বর্ণনা :

- বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে কর্মরত নৌ সদস্যদের সন্তানেরা নৌবাহিনীর বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে পড়ালেখা করে আসছে। এছাড়াও নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ এর আশে পাশে বসবাসরত বিভিন্ন শ্রেণীর জনগোষ্ঠির সন্তানরাও এইসব প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করছে। রূপগঞ্জে এ বাংলাদেশ নৌবাহিনীর আবাসন প্রকল্প এলাকায় এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করা হবে। এই প্রতিষ্ঠানে মোট প্রায় ৪৫০০ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করার সুযোগ পাবে। প্রতিবছর এই প্রতিষ্ঠান থেকে কমপক্ষে ৩০০ জন শিক্ষার্থী এসএসসি এবং ৮০০ জন শিক্ষার্থী এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে।
- নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজে বেসামরিক পরিবারের সন্তানদের ভর্তি করানোর আগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাদের এমন আগ্রহের একমাত্র কারণ হচ্ছে নৌবাহিনীর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা। বেসামরিক সন্তানদের চাহিদা অনুযায়ী ভর্তির সিটের স্বল্পতাহেতু সকলকে ভর্তি করানো সম্ভব হয় না।
- প্রায় ৪৫০০ জন শিক্ষার্থীর ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন এই প্রতিষ্ঠানটিতে মাধ্যমিক স্তরের জন্য মোট ৩০টি শ্রেণী কক্ষে পাঠদান করা হবে যেখানে প্রতি কক্ষের ধারণ ক্ষমতা ৭০ জন। কলেজ সেকশনে ১৮টি শ্রেণী কক্ষ রয়েছে যেখানে প্রতি কক্ষের ধারণ ক্ষমতা ৭০ জন। কেন্দ্রীয় ক্যান্টিন রয়েছে যেখানে একসাথে শিক্ষার্থীরা মানসম্মত পরিবেশ বজায় রেখে তাদের টিফিন গ্রহণ করতে পারবে।
- কলেজের মাল্টিপারপাসহলসহ সকল অনুবর্তিতা মেনে মাঠের পূর্ব পার্শ্বে দেয়া হয়েছে যা প্রায় ৩০০ জনবল ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন। এছাড়াও বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী, সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, অভিভাবক সম্মেলন ও বিবিধ কার্যক্রম পরিচালনায় মাল্টিপারপাসহলটি বিশেষ ভূমিকা রাখবে।
- নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজের প্রস্তাবনায় ১৯৩৬ বর্গফুটের একটি লাইব্রেরী রয়েছে। সেখানে একসাথে প্রায় ১০০ জন শিক্ষার্থী জ্ঞান অর্জনের জন্য অংশগ্রহণ করতে পারবে। এই পরিকল্পনায় প্রায় ২০,০০০ বইয়ের ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন লাইব্রেরীর লে-আউট করা হয়েছে।
- ০৩ (তিন) টি পৃথক বিজ্ঞানাগার রয়েছে যেখানে স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থী তাদের ব্যবহারিক ক্লাস করতে পারবে। প্রতিটি বিজ্ঞানাগারের সাইজ ১০৮০ বর্গফুট।

  ক. শ্রেণী কক্ষের জন্য= ১৬ টি কম্পিউটার, ১টি ফটোকপি মেশিন, ১৬টি প্রোজেক্টর, ১৬টি স্ক্রিন ও ১৬টি সাউন্ড বক্স।

  খ. প্রিন্সিপালের জন্য= ০১টি ল্যাপটপ ও ০১টি টিভি।

  গ. প্রকল্প পরিচালকের অফিসের জন্য= ০১টি কম্পিউটার, ০১টি ল্যাপটপ, ০১টি লেজার প্রিন্টার, ০১ টি কালার প্রিন্টার ও ০১টি স্ক্যানার।

১২. প্রকল্পের ফলাফল : ক) যুগোপযোগী শিক্ষার মান বজায় রাখা ও শিক্ষিত প্রজন্ম সৃষ্টি করা।
খ) এ অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা দূরীকরণ।

১৩. প্রকল্পের আউটপুট :

* অনাবাসিক ভবন (৫৮২৬.৭৫ বঃমিঃ)
* ভুমি উন্নয়ন (৭৫০০ ঘঃমিঃ)
* সড়ক ও মহাসড়ক (৭২০.০০ বঃমিঃ)
* নিকাশ কাঠামো (১৫০.০০মিঃ)

১৪. প্রকল্পের কার্যাবলী : ১. অনাবাসিক ভবন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ; আসবাবপত্র সরবরাহ; যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সংগ্রহ ও বিবিধ।
২. এই প্রকল্পের একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান আর্কিটেকচারাল,স্ট্রাকচারাল ও এমইপি নক্সা সরবরাহ এবং সুপারভিশনের দায়িত্ব পালন করবেন।

১৫. জনসংখ্যা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান :

১৬. প্রকল্পের সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী : প্রকল্প কার্যক্রম চলমান অবস্থায় দেশের সুবিধা বঞ্চিত নারী পুরুষ উন্নয়ন কার্যক্রমের সহিত জড়িত থাকবে বিধায় প্রত্যক্ষ/পরোক্ষভাবে সুবিধাভোগীর সংখ্যা বাড়বে এবং দারিদ্রতা হ্রাসের অবদান রাখবে। এছাড়াও শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর পর বেশ কিছু মানুষের স্থায়ী কর্মসংস্থান এবং শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে এ অঞ্চলের নতুন প্রজন্মকে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করা যাবে।

১৭. আইটেমভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি ও তারিখ:

| ক্রঃ | প্রধান প্রধান আইটেম | একক | একক দর (লক্ষ টাকা) | দরের ভিত্তি | উৎস | তারিখ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) |
| ক। | অনাবাসিক ভবন | বঃমিঃ | ০.৬৩৬৯ | পিডব্লিউডি রেট সিডিউল-২০২২ (সংশোধিত) | জিওবি | আগস্ট ২০২৬ |
| খ। | সড়ক ও মহাসড়ক | বঃমিঃ | ০.০১৭৬ | | | |
| গ। | নিকাশ কাঠামো | মিটার | ০.০৬১২ | | | |
| ঘ। | স্বাস্থ্য বিধান ও পানি সরবরাহ | সংখ্যা | ৩৬.২৫ | বাজারদর | | |
| ঙ। | বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি | সংখ্যা | ৭.০১ | | | |

১৮. টেকসই পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্যাদি যথা-ভূমি, পানি, বাতাস, জীব-বৈচিত্র, প্রতিবেশ ইত্যাদি (প্রস্তাবিত প্রকল্পটি 'রেড ক্যাটাগরির' হলে EIA রিপোর্ট সংযুক্ত করতে হবে) : আলোচ্য প্রকল্পটির মাধ্যমে রূপগঞ্জ এলাকার অত্যাধুনিক অবকাঠামো সুবিধাদি সৃজনের জন্য বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রস্তাব করা হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ভূমি, পানি, বাতাস, জীব-বৈচিত্র, পরিবেশ ইত্যাদির ওপর কোনো বিরূপ প্রভাব পড়বে না।

১৯ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন : আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে যে অবকাঠামো গড়ে তোলা হবে তা বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (বিএনবিসি) অনুসরণ করে নির্মাণ করা হবে। ফলে, ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে ভবনসমূহের কোনো ক্ষতি হবার আশংকা থাকবে না। অধিকন্তু, প্রকল্প বাস্তবায়নকালে অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রকল্প বাস্তবায়ন কোনোভাবে যাতে ব্যহত না হয় সে বিষয়ে যথপোযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২০. জেন্ডার, নারী, শিশু, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠী ইত্যাদি : নারীদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে। শিশুদের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্র, অক্ষম/বঞ্চিত গোষ্ঠীর জন্য বিশেষ হেল্প ডেস্ক স্থাপন করে সরাসরি ভূমিকা রাখা হবে।

২১. কর্মসংস্থান : প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে শিক্ষক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ল্যাব ও লাইব্রেরি স্টাফসহ বিভিন্ন পদে প্রায় ৫৪–৬৪ জনের স্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। পাশাপাশি নির্মাণকালীন সময়ে বিভিন্ন কাজে প্রায় ১৫০–২০০ জন স্থানীয় জনবলের অস্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে, যা স্থানীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২২. | দারিদ্র পরিস্থিতি | : | প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান অবস্থায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির কারণে স্থানীয়ভাবে দারিদ্র হ্রাস পাবে। |
| ২৩. | প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো | : | প্রকল্পটি বাংলাদেশ নৌবাহিনী, নৌবাহিনী সদর দপ্তর, বনানী, ঢাকা এবং ইঞ্জিনিয়ার ইন চীফ ব্রাঞ্চ, পূর্ত পরিদপ্তর, সেনাসদর, ঢাকা সেনানিবাস কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হবে। যার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এ্যানেক্সার- 'জে' দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা নং-৪০। |
| ২৪. | প্রাতিষ্ঠানিক উৎপাদনশীলতা | : | বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর পেশাদারিত্য অর্জনের সাথে সাথে এর দক্ষতা এবং গুণগত মানের যে উৎকর্ষতা লাভ করেছে তা বিশ্বের যে কোনো উন্নত সশস্ত্র বাহিনীর সমকক্ষ। কিন্তু একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে শিক্ষা খাতে প্রয়োজন মাফিক আর্থিক বরাদ্দ এবং ভৌত সুবিধাদি দিতে সক্ষম হয়নি। বিভিন্ন কৌশলগত দিক বিবেচনায় সরকার ঘোষিত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রাতিষ্ঠানিক উৎপাদনশীলতায় পরোক্ষভাবে অবদান রাখবে। |
| ২৫. | আঞ্চলিক বৈষম্য | : | নির্বাচিত এলাকায় উল্লেখযোগ্য ও মানসম্পন্ন পর্যাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকায় এবং এতদঞ্চলে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সন্তান-সন্ততিকে মানসম্মত ও গুণগত শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরিতকরণে প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সম্ভব হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়। |
| ২৬. | জনসংখ্যা | : | আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রস্তাবিত এলাকার শিক্ষা প্রত্যাশী শিক্ষার্থী এবং আশে-পাশের এলাকার জনগণ সরাসরি উপকারভোগী জনগোষ্ঠী হিসেবে উপকৃত হবে। |
| ২৭. | পরিবেশের উপর প্রভাব | : | প্রস্তাবিত প্রকল্পের পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণের প্রয়োজন নেই এই মর্মে পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রত্যয়ন পত্র গ্রহণ করা হয়েছে। (এ্যানেক্সার-'এন' দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা নং-৬১) |
| ২৮. | বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০, বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, টেকশই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সেক্টোরাল প্রাধিকারের সাথে প্রকল্পের সামঞ্জস্য (Specific Linkage) | : | বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর অভীষ্ট লক্ষ্যসমূহের মধ্যে লক্ষ্য ৩: বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান (BDP) ২১০০-এর ২০৪১ পেরিয়ে একটি সমৃদ্ধ দেশে উন্নীত হওয়া ইত্যাদি পূরণ হবে উক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়নের মাধ্যমে।<br>বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা'র সাথে সম্পৃক্ততা<br>সরকারের ঘোষিত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী অন্যতম প্রধান লক্ষ্যমাত্রা হল ২০২৫ সালের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ৮.৫১% এ পৌঁছাতে হবে, সেক্ষেত্রে উক্ত প্রকল্পটির বাস্তবায়ন ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা'র অন্যতম প্রধান লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তা করবে। (দারিদ্রতা নিরসন, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, পৃষ্ঠা নং ৪৮)। |

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)'র সাথে সম্পৃক্ততা:

**গুণগত শিক্ষা (SDG 8):** এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো শিক্ষার মান উন্নয়ন করা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নত হলে শিক্ষার্থীদের জন্য একটি নিরাপদ, আধুনিক ও কার্যকর শিক্ষার পরিবেশ তৈরি হবে, যা SDG ৪.১ (সর্বজনীন ও মানসম্মত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা) এবং ৪.a (শিক্ষার জন্য নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণ) লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে।

**লিঙ্গ সমতা (SDG ৫):** উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে ছেলে ও মেয়েদের জন্য সমান সুযোগ তৈরি হবে, যা SDG ৫.১ (সমস্ত নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য দূর করা) এবং ৫.৫ (সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ) এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

**উন্নত অবকাঠামো এবং টেকসই নগরায়ণ (SDG ৯ ও ১১):** ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন SDG ৯.১ (নির্ভরযোগ্য, টেকসই অবকাঠামো তৈরি) এবং SDG ১১.৩ (সুব্যবস্থাপিত, অন্তর্ভুক্তিমূলক নগর ও বসতি গড়ে তোলা) লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সংযুক্ত।

**অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান (SDG ৮):** নতুন অবকাঠামো নির্মাণের ফলে স্থানীয় শ্রমশক্তির কর্মসংস্থান হবে, যা SDG ৮.৫ (সকলের জন্য উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান ও শোভন কাজ নিশ্চিতকরণ) এবং ৮.৬ (যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি) এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

**জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা (SDG ১৩):** অবকাঠামো নির্মাণের সময় পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ও টেকসই উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে SDG ১৩.২ (জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় জাতীয় নীতিমালা গ্রহণ) লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন সম্ভব।

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের সেক্টোরাল প্রাধিকারের সাথে প্রকল্পের সামঞ্জস্য: আলোচ্য প্রকল্পটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মিড টার্ম বাজেট ফ্রেমওয়ার্ক (MTBF) এর সাথে সম্পর্কিত, অর্থাৎ ২১ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষ জনবল নিশ্চিত করা যাবে উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে।

**<u>২০৪১ সালের ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতি অর্জনে প্রকল্পটির ভূমিকা</u>**

২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত, জ্ঞানভিত্তিক ও ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতিতে উন্নীত করতে দক্ষ, প্রযুক্তিসম্পন্ন ও উৎপাদনশীল মানবসম্পদ গড়ে তোলা অপরিহার্য। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রায় ৪,৫০০ শিক্ষার্থীর জন্য মানসম্মত শিক্ষা, বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি চর্চা, নেতৃত্ব বিকাশ এবং আধুনিক দক্ষতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

এ প্রতিষ্ঠান থেকে গড়ে ওঠা মানবসম্পদ ভবিষ্যতে শিল্প, বাণিজ্য, প্রযুক্তি, গবেষণা ও সেবাখাতে উৎপাদনশীল অংশগ্রহণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান, উদ্ভাবন, উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে। পাশাপাশি নির্মাণ ও পরিচালন পর্যায়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান এবং স্থানীয় অর্থনৈতিক কার্যক্রম সম্প্রসারিত হবে। ফলে প্রকল্পটি মানবসম্পদ উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ২০৪১ সালের ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতি অর্জনে কার্যকর সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

২৯. ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও তা প্রশমনের উপায় প্রকল্প : বাস্তবায়ন পর্যায়ে ঝুঁকি নির্ধারণ (দূর্যোগ এবং বিপদ সংক্রান্ত বিষয় ইত্যাদি) এবং সম্ভাব্য প্রতিকার)

| নির্ণিত ঝুঁকি | সম্ভাব্য প্রতিকার |
|---|---|
| রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিঘ্নিত বা বিলম্বিত করতে পারে। (নিম্ন ঝুঁকি) | প্রকল্প পর্যায়ে এ ধরণের বহিঃউৎসের ঝুঁকির সম্ভাবনা কম। তবে, স্থানীয় পর্যায়ে সচেতনতা এবং সাবধানতা অবলম্বনের মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাস করা যেতে পারে। |
| নির্মাণ সামগ্রী যথাসময়ে সংগ্রহ, নকশা প্রণয়ন ইত্যাদি বিলম্বিত হলে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিঘ্নিত বা বিলম্বিত হতে পারে। (নিম্ন ঝুঁকি) | নির্মাণ সামগ্রীর যথাসময়ে সরবরাহ এবং প্রয়োজনীয় সকল নকশা প্রণয়ন করে প্রকল্পের জন্য নিযুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রকল্পের যথাসময়ে বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে উদ্যোগ নেয়া হবে। |
| টেন্ডার প্রক্রিয়ায় বিলম্বের কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে। (নিম্ন ঝুঁকি) | বর্তমানে সরকার ই-প্রকিউরমেন্ট চালু করার পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরণের ঝুঁকি প্রকল্প বাস্তবায়নে খুব একটা বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারবে না। তথাপি, পিপিআর-২০২৫ অনুসরণ পূর্বক প্রকল্পের যাবতীয় টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। |

৩০. প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি ও প্রকল্পের ফলাফল টেকসই করণের উপায় (এক্সিট প্ল্যানসহ):

প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সৃষ্ট অবকাঠামো, গবেষণাগার, যন্ত্রপাতি ও আনুষঙ্গিক সুবিধাসমূহ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ রূপগঞ্জ-এর শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ও গবেষণার সম্প্রসারণে দীর্ঘমেয়াদে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। প্রকল্প-পরবর্তী সময়েও এসব সুবিধার যথাযথ ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ ও টেকসইতা নিশ্চিত করতে স্কুল এন্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ একটি সুপরিকল্পিত এক্সিট প্ল্যান প্রণয়ন করেছে।

প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সকল স্থাপনা ও সরঞ্জামসমূহের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ও কার্যকারিতা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থান স্কুল এন্ড কলেজের বাৎসরিক বাজেট বাজেট থেকে ব্যয় নির্বাহ করা হবে। বার্ষিক বাজেটের আওতায় নিম্নোক্ত কাঠামোগত ও সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে:

১. অবকাঠামোগত রক্ষণাবেক্ষণঃ

- নির্মিত একাডেমিক ভবন ও আবাসিক ভবন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ (গভর্নিং বডি) দায়িত্ব পালন করবে।
- ভবনের পেইন্টিং, বৈদ্যুতিক লাইন, পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ইত্যাদি বিষয়াদি প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক বাজেট থেকে পরিচালিত হবে।
- বার্ষিক ভিত্তিতে রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রয়োজনীয় অর্থ নির্ধারণ করা হবে।

২. যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের রক্ষণাবেক্ষণঃ

- প্রকল্পে ক্রয়কৃত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার ও আইটি সরঞ্জাম, শিক্ষা উপকরণ, আসবাবপত্র এবং অফিস সামগ্রী প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় ব্যবহার ও সংরক্ষণ করবে।

৩. টেকসইতা নিশ্চিতকরণে প্রশাসনিক পদক্ষেপঃ

- প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হলে প্রকল্পের জন্য ক্রয়কৃত ১৭ টি কম্পিউটার, ১টি ফটোকপি মেশিন, ১৬টি প্রোজেক্টর, ১৬টি স্ক্রিন ও ১৬টি সাউন্ড বক্স, ০২টি ল্যাপটপ, ০১টি টিভি, ০১টি লেজার প্রিন্টার, ০১ টি কালার প্রিন্টার ও ০১টি স্ক্যানার ও আসবাবপত্রসহ সকল সরঞ্জামাদি প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হবে।
- টেকসইতা যাচাই ও পর্যবেক্ষণের জন্য গভর্নিং বডি হতে মনিটরিং কমিটি গঠন করা হবে। যারা বছরে অন্তত একবার সরঞ্জামাদি ও অবকাঠামোর কার্যকারিতা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহার পর্যালোচনা করবে।

৪. সম্পদের কার্যকর ব্যবহার ও মূল্যায়নঃ

- বেসরকারী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নিয়মনীতি অনুসরণপূর্বক গভর্নিং বডির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করা হবে। এবং উক্ত প্রকল্পের সকল অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতির কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা (Standard Operating Procedure-SOP) প্রণয়ন করা হবে।



CamScanner

৩১. **সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৬ বাস্তবায়নে প্রকল্পের প্রত্যক্ষ/ সহায়ক ভূমিকাঃ**

ক। **সেকেন্ডারি সিটি কার্যকর করা।** প্রস্তাবিত স্কুলটি ঢাকা শহরের অদূরে পিছিয়ে পড়া এবং গ্রামীন পরিবেশে নির্মাণ করা হবে। রূপগঞ্জ এলাকায় উন্নতমানের কোনো স্কুল কলেজ নেই বিধায় অভিভাবগণ শিক্ষার্থীদের অনেক দূরে ঢাকা শহরের স্কুল সমূহে প্রেরণ করে। এছাড়া অনেক অভিভাবক সন্তানের পড়াশোনার জন্য ঢাকায় বাসা ভাড়া করে বসবাস করে। নতুন স্কুলটি স্থাপন করা হলে ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকায় গুনগত শিক্ষা নিশ্চিত করণের মাধ্যমে ঢাকার উপর অতিরিক্ত চাপ কমানো সম্ভব হবে, যা সেকেন্ডারি সিটি কার্যকর করার লক্ষ্যে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। (নির্বাচনী ইশতেহার অধ্যায় ৪, পৃষ্ঠা ৩৯)।

খ। **মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন।** নতুন স্কুল নির্মাণের মাধ্যমে আধুনিক শ্রেণীকক্ষ, স্মার্ট ক্লাসরুম, ল্যাব ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম সহ বিভিন্ন সুবিধা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে, যা শিক্ষার গুনগত মান বৃদ্ধি করবে। (নির্বাচনী ইশতেহার অধ্যায় ২, পৃষ্ঠা ১৭)।

গ। **সবার জন্য কারিগরি শিক্ষা।** প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দক্ষ এবং যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষা নিশ্চিত করা। নতুন স্কুলটিতে আইটি ক্লাব, সায়েন্স ক্লাব, রোবোটিক্স ক্লাব চালু করে কারিগরী শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। (নির্বাচনী ইশতেহার অধ্যায় ২, পৃষ্ঠা ১৭)।

ঘ। **স্বাস্থ্য ও খাদ্য অগ্রাধিকার।** নতুন স্কুল ভবন নির্মাণের মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র ছাত্রী সবার জন্য পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। (নির্বাচনী ইশতেহার অধ্যায় ২, পৃষ্ঠা ১৭)।

ঙ। **নারী শিক্ষার্থীদের নিরাপদ স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকরা।** নতুন স্কুলে নারী শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত কমনরুম, প্রার্থনাগার ও মেয়েদের স্বাস্থ্যসুরক্ষা সামগ্রী নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। (নির্বাচনী ইশতেহার অধ্যায় ২, পৃষ্ঠা ১৭)।

চ। **ক্রিয়া ও দেশীয় সংস্কৃতি শিক্ষা অন্তর্ভুক্তি।** নতুন স্কুল ভবনে বিভিন্ন ক্লাবের জন্য আলাদা রুমের ব্যবস্থা রয়েছে, বিশেষ করে স্পোর্টিং ক্লাব এবং সাংস্কৃতিক ক্লাব, যা শিক্ষার্থীদের মননশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। (নির্বাচনী ইশতেহার অধ্যায় ২, পৃষ্ঠা ১৭)।

ছ। **ফ্রি ওয়াইফাই চালু।** শিক্ষা খাতে ডিজিটাল সুবিধা বাড়াতে পুরো স্কুল ভবনে ফ্রি ওয়াইফাই চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ও গবেষণার কাজে সহায়তে করবে। (নির্বাচনী ইশতেহার অধ্যায় ২, পৃষ্ঠা ১৭)।

জ। **দুস্থ ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়ন।** বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ দারিদ্র্যপীড়িত, দুস্থ ও পশ্চাৎপদ, যারা শিক্ষার ন্যায় মৌলিক মানবিক চাহিদা বঞ্চিত। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষা ও ভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্যপীড়ত, দুস্থ ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। (নির্বাচনি ইশতেহার অধ্যায়-২, পৃষ্ঠা-১২)

............................
সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর
(সীল এবং তারিখসহ)

..........................................................................
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিব এর স্বাক্ষর
(সীল এবং তারিখসহ)



CamScanner

সংযোজনী-১

## প্রকল্প এলাকাভিত্তিক ব্যয় বিভাজন

প্রকল্পের নাম : নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ রূপগঞ্জ স্থাপন প্রকল্প

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ নৌবাহিনী, নৌবাহিনী সদর দপ্তর, বনানী, ঢাকা এবং ইঞ্জিনিয়ার ইন চীফ ব্রাঞ্চ, পূর্ত পরিদপ্তর, সেনাসদর, ঢাকা সেনানিবাস

(টাকার অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | বিভাগ | জেলা | উপজেলা/থানা/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা | প্রকল্পের প্রধান আইটেমসমূহ/ অঙ্গ (পরিমাণসহ) | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ১ | ঢাকা | নারায়ণগঞ্জ | রূপগঞ্জ | অনাবাসিক ভবন (৫৮২৬.৭৫ বর্গমিটার | ৩৭১১.৩২ | - |



CamScanner

সংযোজনী-২

## প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কাঠামো

প্রকল্পের নাম : নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ রূপগঞ্জ স্থাপন প্রকল্প

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ নৌবাহিনী, নৌবাহিনী সদর দপ্তর, বনানী, ঢাকা এবং ইঞ্জিনিয়ার ইন চীফ ব্রাঞ্চ, পূর্ত পরিদপ্তর, সেনাসদর, ঢাকা সেনানিবাস

১) রাজস্ব কাঠামো হতে প্রেষণে নিয়োগ : প্রযোজ্য নয়।

২) প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সরাসরি জনবল নিয়োগ : প্রযোজ্য নয়।

৩) আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগ : প্রযোজ্য নয়।

| ক্রমিক নং | পদের নাম | পদের সংখ্যা | যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা | নিয়োগের ধরণ (প্রেষণে/ সরাসরি/ আউটসোর্সিং) | বেতন স্কেল/ সাকুল্য বেতন | পে গ্রেড | দায়িত্ব/ জবাবদিহিতা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) |
| ১। | প্রকল্প পরিচালক | ১ | ১৫ বছর | অতিরিক্ত দায়িত্ব | ১১০০০০.০০ | ৪ | অতিরিক্ত দায়িত্ব | কমান্ডার বিএন / লেঃ কমান্ডার বিএন |
| ২। | উপ-প্রকল্প পরিচালক | ১ | ১০ বছর | অতিরিক্ত দায়িত্ব | ৯২০০০.০০ | ৫ | অতিরিক্ত দায়িত্ব | লেঃ কমান্ডার বিএন / লেঃ বিএন / গ্যারিশন ইঞ্জিনিয়ার / সহকারী গ্যারিশন ইঞ্জিনিয়ার (নেভী) |
| ৩। | উপ-বিভাগীয় কর্মকর্তা | ২ | ২০ বছর | অতিরিক্ত দায়িত্ব | ৮২০০০.০০ | ১০ | অতিরিক্ত দায়িত্ব | উপ-সহকারী প্রকৌশলী (উক্ত কর্মকর্তা বিদ্যমান গ্যারিশন ইঞ্জিনিয়ার অফিসে এই ধরনের কাজের জন্য নিয়োজিত) |
| ৪। | এসএএস অধীক্ষক | ১ | ১০ বছর | অতিরিক্ত দায়িত্ব | ৫২০০০.০০ | ১০ | অতিরিক্ত দায়িত্ব | ইউনিট এ্যাকাউন্টেন্ট (উক্ত কর্মকর্তা বিদ্যমান গ্যারিশন ইঞ্জিনিয়ার অফিসে এই ধরনের কাজের জন্য নিয়োজিত) |



CamScanner